করোনা-টিকা কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক জ্ঞাপন : নতুন বিশ্লেষনের আঙ্গিনায়

প্রতীপ চট্টোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক জ্ঞাপন শৈলিগতভাবে আলাদা। জ্ঞাপন উন্মুক্ততার প্রতীক আর কূটনীতি গোপনীয়তার প্রতীক। সাধারণভাবে বিশ্বস্তরে সমাজবিজ্ঞানের পরিধিতে জ্ঞাপন ও কূটনীতিকে এভাবেই বিশ্লেষণ করা হয়। করোনা ব্যাধির প্রকোপে শুধুমাত্র ব্যবহারিক জীবনযাত্রার মান বদলায়নি, তার সাথে বদলেছে সমাজবিজ্ঞানের বিশ্লেষণের অভিমুখ। আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক জ্ঞাপন হয়ে উঠেছে সমার্থক – মানবতার প্রতীক। এই প্রেক্ষাপটে এই নিবন্ধে করোনা ব্যাধির প্রকোপে বিগত এক বছরে আন্তর্জাতিক জ্ঞাপন ও আন্তর্জাতিক কূটনীতির ব্যাকরণগত পরিবর্তন আলোচিত হবে। প্রথমাংশে করোনা সময়কালের কথা আর দ্বিতীয়াংশে করোনা-টিকা উদ্ভাবন ও বিতরণের সময়কালে জ্ঞাপন ও কূটনীতির পারস্পরিক যোগসূত্র আলোকিত করে উপসংহারে করোনা-টিকা কূটনীতির রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে আন্তর্জাতিক গণজ্ঞাপন স্তরে বিশ্লেষণের পরিধির উপাদানসমূহ নির্দিষ্ট করা হবে।

করোনা সময়ে বিশ্বকূটনীতি জাতীয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। জাতি-রাষ্ট্রগুলি বিশ্বায়নের পরিবর্তে অন্তর্মুখিতাকেই বেশি করে প্রাধান্য দিয়ে প্রাথমিকভাবে তাদের সীমানা বন্ধ করে দেয় জন-যাতায়াত, জন-পরিষেবা ও জন-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য নিজেদের মধ্যে রাখার জন্য। জাতিরাষ্ট্রগুলি তাদের ঔষধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিকে অভ্যন্তরীন জনসমষ্টির জন্য প্রাথমিকভাবে ঔষধ/টিকা তৈরিতে উদ্যোগী হতে বলে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুনাফার কথা না ভেবে। এই পরিস্থিতি ভারতবর্ষের মতো জাতি-রাষ্ট্রগুলি স্বাস্থ্য-সহায়তা প্রদানের মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে তাদের পরিচিতিকে অন্যভাবে প্রতিফলিত করতে চায়। ভারতবর্ষ স্বাস্থ্য-কর্মী ও স্বাস্থ্য-আধিকারিকদের পাঠিয়েছে তার মিত্র রাষ্ট্রগুলিতে সেখানকার স্বাস্থ্য-পরিষেবাকে করোনা-ব্যাধির মোকাবিলার জন্য উপযুক্ত করতে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আন্তর্জাতিক জ্ঞাপনকে কাজে লাগিয়ে করোনা-আবহাওয়াতে স্বাস্থ্য-কূটনীতি জাতীয়-কূটনীতির স্বরূপ ধারণ করেছিল।

Society Language and Culture

করোনা-জীবানু চীন থেকে শুরু করেছিল তার যাত্রা আর সেই জীবানুর প্রতিষেধক খুঁজে পাওয়ার লক্ষ্যে যখন ঔষধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি উদয়াস্ত মগ্ন তখন তাদের তথ্যভাণ্ডার বৈদ্যুতিনভাবে নীরবে জেনে নেওয়ার প্রচেষ্টা বা হ্যাক করতে চেষ্টা করে চিনা তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি। প্রতিটি দেশের টিকা প্রস্তুতির তৎপরতা আসলে পৃথিবীতে প্রথম টিকা আবিষ্কারক দেশ হিসাবে ক্ষমতা ও আর্থিক – দুই দিক থেকেই নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ জাহির করার প্রয়োজনে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য-বাজারে অগ্রাধিকার পাওয়ার জন্য। টিকা-যুদ্ধ যেন এক নতুন কূটনীতির-যুদ্ধ শুরু করিয়েছে বিশ্বজুড়ে যেখানে আন্তর্জাতিক জ্ঞাপন নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়োজন রয়েছে। আন্তর্জাতিক জ্ঞাপন হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক টিকা সম্পর্কিত জ্ঞাপনের নামান্তর।

বর্তমানে কয়েকটি টিকার নাম বিশ্বজুড়ে আলোচিত হচ্ছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও সুইডেনের আয়স্ত্রা-জেনেকা সংস্থার যৌথ গবেষণা থেকে প্রাপ্ত অক্সফোর্ড-আয়স্ত্রা-জেনেকা কোভিডশিল্ড টিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

মডার্না টিকা, মার্কিন-জার্মান যৌথ প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা ফাইজার বায়োএনটেক, রাশিয়াতে তৈরী হওয়া স্পুটনিক ভি টিকা, চিনে তৈরী হওয়া করনাভ্যাক এবং ভারতের সিরাম সংস্থার দ্বারা নির্মিত কোভাক্সিন টিকা। বি.বি.সি-র খবর অনুযায়ী, বিশ্বের টিকা চাহিদার ষাট শতাংশ ভারত প্রস্তুত করছে। টিকার দামের ক্ষেত্রেও ভারত অনেক সস্তায় টিকা সরবরাহ করতে প্রস্তুত। মার্কিনি মডার্না টিকার দাম বাজারে আনুমানিক হতে চলেছে তিরিশ ডলার, অক্সফোর্ড-আয়স্ত্রা-জেনেকা কোভিডশিল্ড টিকার বাজারমূল্য আনুমানিক চার ডলার, স্টনিক-ভি টিকার দাম আনুমানিক দশ ডলার, চিনা টিকার দাম চীনের অভ্যন্তরে বর্তমানে ষাট ডলার ধার্য করা হয়েছে। ভারতীয় মুদ্রায় মাত্র হাজার টাকায় করোনা-টিকা বাজারে আসতে চলেছে বলে খবর। চীন তাদের টিকার বিশ্বায়নের জন্য সচেষ্ট ছিল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রে তাদের টিকা পাঠিয়েছিল বিশ্বজনীন চাহিদা তৈরী করার জন্য। কিন্তু ব্রাজিলে এই টিকার থেকে উপকৃতর হার মাত্র ৫০ শতাংশ বলে জানা যাচ্ছে। তবে চিনা টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থা সিনভ্যাক তাদের টিকার বিশ্বস্তরে সাফল্যের হার ৭৯ শতাংশ বলে দাবি করছে, যা বিশ্বের অন্যান্য টিকার গ্রহণযোগ্যতা ও পরীক্ষামূলক সাফল্যের হারের থেকে অনেক কম। অন্যদিকে, টিকার গ্রহণযোগ্যতার জন্য প্রয়োজন টিকার সহজ সরবরাহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা যেখানে আবার মার্কিন টিকা মডার্না পিছিয়ে। কারণ, এই টিকার সরবরাহ ও সংরক্ষণ খুবই নিয়ন্ত্রিত। ব্রাজিলের থেকে আগত চিনা টিকার সম্পর্কে মতামত বিশ্ব জ্ঞাপন হওয়ার সাথে সাথেই চিনা টিকার বাজার পড়ে যায় এবং নেপাল, বাংলাদেশ, মায়ানমারের মতো দেশ এখন চিনা টিকার তুলনায় ভারতীয় টিকা কিনতেই বেশি আগ্রহী।

Society Language and Culture

এই ক্ষেত্রে চীন-ভারত টিকা কূটনৈতিক যুদ্ধ শুরু হয়েছে বলা যেতে পারে এবং আন্তর্জাতিক জ্ঞাপন আঞ্চলিক জ্ঞাপনের ওপর নির্ভর হয়ে পড়েছে। লাদাখ-পরবর্তী পর্যায়ে চীন সব ক্ষেত্রেই ভারতকে প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী করোনা-সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার সংগঠন সার্কভুক্ত দেশগুলির সহায়তার জন্য আপৎকালীন অর্থ-ভাণ্ডার তৈরী করার প্রস্তাব দিয়েছিল। সেই আশ্বাসের বিস্তার হিসাবে টিকা প্রস্তুত করার পর প্রাথমিক স্তরে বেশ কয়েক কোটি টিকা ভারত বিনামূল্যে তার প্রতিবেশী বলয়ের রাষ্ট্রগুলিকে দিতে উদ্যোগী হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে চীন মনে করছে যে ভারত এইসব করছে চিনের আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ভাবমূর্তিকে প্রতিহত করে নিজের ভাবমূর্তি উন্নতি করার জন্য। চীন বলছে যে তারা নিজেদের বলয়ে টিকা প্রস্তুত করতে চায়। কারণ, টিকা প্রস্তুতি নিয়ে তাদের কারুর সাথে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। এবং তারা এটাও বলছে যে ভারত থেকে টিকা আমদানি করতে উদ্যোগী হওয়া মানেই চিনের থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের ব্যাপারে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া নয়। দক্ষিণ এশিয়াতে ভারতীয় টিকার আগ্রহ বাড়তেই চীন তৈরী হচ্ছে আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে নিজেদের টিকা বণ্টনের জন্য। চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং এক বিলিয়ন টিকা আফ্রিকা মহাদেশের জন্য প্রস্তুত করার বার্তা দিয়েছেন এবং লাতিন আমেরিকা মহাদেশের রাষ্ট্রগুলিকে দুই বিলিয়ন ডলার লোন দিতে প্রস্তুত হচ্ছেন চিনা টিকা কেনার জন্য। এইখানেই চীন ও ভারতের মধ্যে পার্থক্য। ভারতবর্ষ যেখানে মানবিকতাভিত্তিক আন্তর্জাতিক টিকা-কূটনৈতিক জ্ঞাপন করতে প্রস্তুত সেখানে চীন তাদের দেশেই শুরু হওয়া জীবানু নাশ করার টিকা বণ্টনের মধ্যেও মুনাফা খোঁজার চেষ্টা করছে। ১৬ই জানুয়ারি,

২০২১ ভারতবর্ষে টিকা দেওয়া শুরু হতেই সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে ভারতীয় টিকা আর্থিকভাবে সহজলভ্য, সুরক্ষিত, এবং পরিবহনযোগ্য।

টিকা-কূটনীতি বিশ্বস্তরেই সীমাবদ্ধ নেই। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও টিকা-কূটনীতি টিকা-রাজনীতির রূপে প্রতীয়মান হতে চলেছে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে। টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলো রাজনীতিবিদদের বেঁধে দেওয়া সময়সূচির মধ্যে টিকা প্রস্তুত করতে উদ্যোগী হয়। টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির কূটনীতি হলো যে তারা সরকারী সময়সূচির তাগাদার ওপর দায় দিয়ে টিকার থেকে তৈরী হওয়া স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অসুবিধাগুলির জন্য দায়ী থাকবে না। কিন্তু মুনাফা অর্জন করবে। ভারত সরকার টিকার তাগাদা দিচ্ছে কারণ তারা রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চায় অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও কূটনীতির পরিসরে। ভারত সরকারের জ্ঞাপন বিভাগের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে যে কোনো 'মন্ত্রী-সান্ত্রী' বা রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ প্রাথমিকভাবে এই টিকা নেবে না। কারণ জনমানসে এর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে যে জনগণের আগে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গ টিকা গ্রহণ করছে। কিন্তু এই জ্ঞাপনের অন্য মানেও হতে পারে যে টিকার সাইড এফেক্ট বুঝে নেওয়ার জন্য জনগণের ওপর পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। ফলে টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থা এবং সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক জ্ঞাপন ও বিকল্প-জ্ঞাপন তৈরী হচ্ছে জনমানসে।

আন্তর্জাতিক জ্ঞাপনশৈলী উত্তর-করোনা সময়ে বদলে গেছে। বলা যেতে পারে তার কারণ আন্তর্জাতিক জ্ঞাপনের মূল উপাদান উন্মুক্ততা, বিশ্বজনীনতা ও তথ্যের অবিরল আদানপ্রদান বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে করোনার সময়ের লকডাউনের ফলে। এর পরিবর্তে আন্তর্জাতিক জ্ঞাপনের সাম্প্রতিক উপাদান হলো জাতীয়তাবাদী তথ্যের সরবরাহ, আঞ্চলিকতা ও স্যানিটাইসড্ সংবাদ পরিবেশন। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক কূটনীতি ছিল আন্তর্জাতিক স্তরের উন্মুক্ত জ্ঞাপনের ওপর ভিত্তি করে গোপনীয়তা অবলম্বন করে জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা। কিন্তু বর্তমানে আন্তর্জাতিক কূটনীতি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে স্বাস্থ্য-কূটনীতির পরিসর তৈরী করে বিশ্ব রাজনীতির মানচিত্রে নিজস্ব ভাবমূর্তি তৈরিতে বেশী উদ্যোগী। আজকের কূটনীতি উন্মুক্ত ও মুনাফা-অর্জন ভিত্তিক। এই নিবন্ধের মূল বক্তব্য হলো করোনা টিকা কূটনীতিকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ না করে আন্তর্জাতিক জ্ঞাপনের বদলে যাওয়া মানচিত্রে বিশ্লেষণ করলে তা হবে সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার পক্ষে সময়োপযোগী।

Society Language and Culture

তথ্যসূচী:

1. হর্ষ কক্কর: 'স্কার্মিশেস অন গ্লোবাল ভ্যাকসিন ব্যাটলফিল্ড', *দি স্টেটসম্যান*, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি, ২০২১
2. সত্য মহান্তি, 'দি ভ্যাকসিনেশন কোনানড্রাম' *দি স্টেটসম্যান*, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি, ২০২১

(Shri Pratip Chattopadhyay is a Researcher and Assistant Professor of Political Science, University of Kalyani, Nadia, West Bengal)